গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রাজনগর, মৌলভীবাজার।
www.rajnagar.moulvibazar.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮৮০.০০৪.০২.০০৩.২৩

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তিঃ

এতদ্বারা ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-১)-৬৬২নং স্মারকের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যবস্থাপনাধীন অনুর্ধ্ব ২০একর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩১ বাংলা সনের দখল প্রদানের তারিখ হতে ১৪৩৩ বাংলা সনের ৩০ চৈত্র অর্থাৎ আগামী ১৪৩১-১৪৩৩ বাংলা মেয়াদ পর্যন্ত সময়ের জন্য ইজারা ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত বর্ষ পঞ্জিকার (Calender Year) মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী ও বর্ণিত শর্তাধীনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলিসহ www.rajnagar.moulvibazar.gov.bd ওয়েব সাইট ও নোটিশ বোর্ড হতে পাওয়া যাবে।

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুর্ধ্ব ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার সিডিউল:

ক্র:নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুনের মধ্যে (২৩/০১/২০২৪ হতে ১৬/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে সরকারি জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিল।
০২	০৩ ফাল্গুন এর পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (১৮/০২/২০২৪ খ্রি. হতে ২০/০২/২০২৪খ্রি. তারিখের মধ্যে)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।

১৪৩১ বাংলা থেকে ১৪৩৩ বাংলা সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ইজারা/বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রঃ নং	জলমহালের নাম	তফসিল			সরকারি ধার্য্যকৃত ইজারামূল্য	মন্তব্য
		মৌজা	দাগ নং	পরিমাণ (একর)		
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	ছোট হাওর বিল	হাওর কাউয়া দিঘী	২১০০	১.২৭	১১,০২৫/-	
২	নয়াচাপড়া বিল	হাওর কাউয়া দিঘী	৮১১৫ গং	১.৬৫	৪,২৭৯/-	
৩	ভেড়াখাই বিল	আব্দুল্লাপুর	৪৬২,৫১৯	১.৬৭	৯৮৪/-	
৪	আকালী নদীর উপর অংশ	রক্তা, পাঁচগাঁও	-----	---	১৭,৩৪৬/-	
৫	দলদলিয়া বিল	আদমপুর	৫৪৭৯	১৫.৮৩	৭,৩৫০/-	
৬	বড়বিল	চানভাগ	২৩১৫	৯.৩২	৪,২০০/-	
৭	কালাইকোনা মরা গাং	কালাইকোনা-১২৮	১৬১,২২৯	১২.৭২	৪৪,৩৬৬/-	
৮	মেদিনীমহল পুকুর	মেদিনীমহল	৮৫৯	০.৪৪	১,৪৭০/-	
৯	মুজেফরপুর পুকুর	মুজেফরপুর	২০	০.৬০	১,৬৮০/-	
১০	আদমপুর পুকুর (হাওর করাইয়া)	হাওর করাইয়া	৪০৬৭	০.২০	১,২৬০/-	
১১	দক্ষিনভাগ পুকুর	দক্ষিন ভাগ	৬৭৭০	০.৩০	১,৩৭৫/-	
১২	শ্বাসমহল পুকুর	শ্বাসমহল	২৩৮	০.৪৪	১,৪৭০/-	
১৩	কদমহাটা খাল	তাহারলামু	৬৭০ গং	৩.৭৮	১,৮৭৪/-	
১৪	অন্তেহরি পুকুর	অন্তেহরি	৯৬৫	০.৩৫	১,৩২৩/-	
১৫	বড়গাঁও পুকুর	বড়গাও	২১৫১,২১৫২	০.৫১	১,১০২/-	
১৬	বালিগাও বরোপিট	বালিগাঁও	১	০.৮৫৫০	৬১,২৯৯/-	

১৭	গজানাই কান্দি খাসডোবা	দক্ষিনভাগ,	৯৬৪,৬১২ গং	০.২৫	১২,৪০৪/-	
১৮	কালিয়া হুগলা বিল	আব্দুল্লাপুর	১৫৭,২৯৯,৩১৫	৩.৯৯	৫,২৫০/-	
১৯	নলুয়া নদী ১ম খন্ড	উত্তরভাগ	২৬৩৩ গং	৫.২৬	৬,৬১৫/-	
২০	বলিতা বিল	উত্তরভাগ	৪২১,৪৩১	৯.৪৫	৮৯,১৩৮/-	১৪/২০১৫ নং স্বত্ব মামলা জড়িত
২১	রাজাপুর খাস পুকুর	রাজাপুর	-	-	৮০০/-	
২২	বেতাহুঞ্জা পুকুর	বেতাহুঞ্জা	২১	০.৪১	১,১৫৫/-	
২৩	কাপনিয়া বিল	হাওর কাউয়াদিঘী	৫৬২,৫৫৫, ৪৯৬, ৪৩০, ৫১০, ৮০৫	১৯.০০	১,৬৮,৪৫১/-	১৬/২০১০ নং স্বত্ব মামলা
২৪	বাচাডুবি বিল	হাওর কাউয়া দিঘী-৮	৮৪২	৩.৮৭	৫,২৫০/-	১৪/২০১৫ নং স্বত্ব মামলা জড়িত।
২৫	উড়বিল	চান্দভাগ		৯.৩২	৩,২০০/-	
২৬	মোকামবাজার মরা গাং	বেড়কুড়ি	৬০৪৪	১.৩৫	১,৩৬৭১/-	
২৭	ধনিয়া বড় ইউরি	হাওর কাউয়াদিঘী-৮	২১৩১	১৯.৫০	৫,৯৬,৮১৬/	৯১/২০১৪ নং স্বত্ব মামলা
২৮	বড়জিরা বিল ও বাশঁতলা খাল	অন্তেহরি-৩	১১৩১,৮৪৭	৮.৫১,২.৩২	১,৭০৩/-	৪/১৯৮০ নং স্বত্ব মামলায় স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
২৯	ছোট জিরা বিল	অন্তেহরি-৩	১০৪৩	৫.৬২	১,৪১৫/-	
৩০	কালিয়ারা ডোবা	রশিদপুর-৬	২০৭	১৫.৪৫	৩৫,৩১৩/-	
৩১	ঘাগটিয়া বিল	জাহিদপুর-৯	১২২৩	১.০২	২১৮২৬/-	
৩২	ধলিদাড়া খাল	হাওর কাউয়া দিঘী-৮	৮৩১৮,৮৩৬, ৮৩২৫	৪.০০	১২,৭৬৩/-	
৩৩	কানাকী গাং	হাওর কাউয়া দিঘী-৮	৭৭৮, ৭৭৩, ৭৮২, ৭৮০, ১১৩০, ৮৩৮	১৩.০৩	১৩,৪০২/-	
৩৪	চেলামেলা কুর্শা	হাওর কাউয়া দিঘী-৮	৩৬৬১	১৪.৮৩	২,৪২,৪৯৪/-	
৩৫	কালিবাড়ির খাল	উত্তরভাগ-৩২, পুরীখাল-১৭	৮৬৬,১৩৫৫ ১৩৫৯ গং	১০.০৬	৭,২৯৩/-	
৩৬	বলদমারা বিল	সুরীখাল-১৭	১৫০১	০.৭৮	৫১,৬৬০/-	
৩৭	কাড়িয়া নদী	মুজাফরপুর-২	৮৯৪,৯৩৬,৯৫৪,৫৩৯ গং	১২.৫৭	১৮,৫০৮/-	
৩৮	মালিকোনা খাস পুকুর				৯,৩৭২/-	
৩৯	সাগর দিঘী (সরকারি অংশ)	ঘরগাও	৩২০৫,৩২১৮	৬.২৭	১৮,৭১০/-	
৪০	উপর গোয়ালী বিল	হাওর কাউয়া দিঘী-৮	৬২১১,৬২১২, ৬২১৩	৭.২২	২,১৮,৮২৩/-	
৪১	মনু নদী ৯ম খন্ড				১১,৫৭৬/-	
৪২	নলুয়া নদী ৩য় খন্ড	কামালপুর-১৮, হলদিগুল-৩১, লালাপুর-২২, বক্সিপুর-১৯	১৫৪, ২৫৬, ২৬, ৪৩১,৮৯৪, ৮৯৫, ৭২৪	১৪.৭৩	১৩,৩১১/-	
৪৩	চন্ডিপুর খাস পুকুর	চন্ডিপুর	৭৩	০.৪২	৩,১৪৬/-	
৪৪	আশ্রাকাপন পুকুর	আশ্রাকাপন-৯৮	৩৯১,৩৯২	০.৫৭	৫,৯০৪/-	
৪৫	নাগরি গাং	হাওর কাউয়াদিঘী	৬১৭০ গং	১৬.৩১	৬,৪৭৪/-	
৪৬	পুরান মাটিকুড়া	হাওর কাউয়াদিঘী	৩০০১/৩৭৬২, ৬১৭২	৫.৩২	৩৬,৪৬৫/-	
৪৭	জীবনিয়া	হাওর কাউয়াদিঘী	৮৯০৪	১২.৫০	২,৭৩,৪৯০/-	
৪৮	চাপড়া বিল	হাওর কাউয়াদিঘী	৮৯০৬,৮৯০৯	৯.১৭	৭২,৯৩০/-	
৪৯	পেকুয়া বিল	হলদিগুল, রাজাপুর	৪৪০,৪৪৪,১০৭	১.২৮	৬,৬১৫/-	

৫০	বাগান বিল	কাশিমপুর-৪	১৭৩	১.২৩	১৩,১৬৯/-	
৫১	দত্তগ্রাম পুকুর	দত্তগ্রাম	১৪৮২	০.৩৫	১,৮৮৫/-	
৫২	ফরিদপুর মৌজার সরকারি অংশ ডোবা	ফরিদপুর	১৮৪৪	০.৯৬	১,৯৮৫/-	

২০ একর পর্যন্ত সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলীঃ

০১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী বদ্ধ অলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করতে পারবে।

০২। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা ০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুনের মধ্যে (২৩/০১/২০২৪ হতে ১৬/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)। অনলাইনে আবেদন দাখিলের পর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির গোপনীয়তা প্রযুক্তিগতভাবে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। তবে দাখিলকারী আবেদন দাখিলের পর আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপি সংগ্রহ করতে পারবে।

০৩। অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদি প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানত বাবদ জলমহাল ইজারামূল্যের ২০% উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রাজনগর-এ দাখিল করতে হবে। শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। জামানত বাবদ দাখিলকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট এর সঠিকতা যাচাই এর স্বার্থে ব্যাংক হতে আবেদনকারী বরাবর সরবরাহকৃত (যিনি আবেদন জমা করবেন তার নামে ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত) জামানতের পে-স্লিপ (জমার বিবরণ) অবশ্যই আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৪। আবেদনসমূহ যাচাই বাছাইয়ের পর উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

০৫। যে কোন জলমহালের ইজারার বিষয়ে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

০৬। ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারামূল্যের উপর সরকারি ধার্যকৃত ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

০৭। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির অনুকুলে ইজারা দেয়া হবে । তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবিদের (১৮-৩৫ বৎসর) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না ।

০৮। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নুতন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

০৯। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানাসহ এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন।

১০। আবেদনপত্রের সাথে প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে।

১১। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে ।

১২। আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/ সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

১৩। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। (মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন কালিন অফিস ঠিকানাকে মূল ঠিকানা গণ্য করে জলমহালের দুরত্ব নির্ণয় করা হবে)। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

১৪। প্রতিটি জলমহালে বিগত ৩(তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড়ের উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারামূল্য ধার্য্যকরে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এর কম মূল্যে জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১৫। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ হতে শুরু হবে। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১৬। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না

১৭। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি কোন অবৈধ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা থাকলে এবং ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১৮। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/ সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইজারা প্রদান করা হবে।

১৯। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না ।

২০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় বিধিমোতাবেক লীজ প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২২। লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্টিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকেন তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

২৩। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কি-না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৪। বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য ১৫ (পনের) চৈত্রের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২৫। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৬। যে সকল জলাশয় সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজার দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৭। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহিতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৮। জলমহাল/খাস পুকুরসমুহ যে অবস্থায় আছে তদাবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। দরপত্র দাখিলের পূর্বেই মহাল সরজমিনে পরিদর্শন কওে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে শুনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৯। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

৩০। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

৩১। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত
জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

৩২। জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচগাছের সৃষ্টি করতে হবে, যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

৩৩। বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩৪। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষনা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরন, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালযের অধিকার থাকবে।

৩৫। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি বিধানসমূহ ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

৩৬। স্বত্ব মামলাভূক্ত জলমহাল/খাস পুকুরের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপিত না থাকলে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩৭। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন স্বত্ব মামলার উদ্ভব হলে /কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩৮। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা কার্যক্রমের পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। কোন সমিতি বা সমিতির সদস্যের নিকট সায়রাত মহাল ইজারার অর্থ বকেয়া থাকলে তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা চলমান থাকবে তার ইজারার আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না।

৩৯। যে সমস্ত জলমহালের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/আদালত কর্তৃক স্বত্ব মোকদ্দমা/কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারিত করা হয়েছে সে সমস্ত জলমহাল/খাস পুকুর এ বিজ্ঞপ্তির আওতামুক্ত থাকবে অর্থাৎ সে সমস্ত মহালের ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা থাকবে না।

৪০। সর্বাবস্থায় সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এই নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৪১। ইজারার বিষয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪২। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৮/০১/২০২৪

(সুপ্রভাত চাকমা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজনগর, মৌলভীবাজার
ফোন ঃ ০৮৬২৫-৭৫০০২
email:unorajnagar@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮৮০.০০৪.০২.০০১.২০

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য।

১. মাননীয় সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-৩ ও উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, রাজনগর।
২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৪. জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।
৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, রাজনগর।
৬. ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাজনগর।

অনুলিপি ঃ অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য ।

৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মৌলভীবাজার সদর/শ্রীমঙ্গল/কমলগঞ্জ/বড়লেখা/কুলাউড়া/জুড়ী, মৌলভীবাজার।
৮. সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজনগর/মৌলভীবাজার সদর/শ্রীমঙ্গল/কমলগঞ্জ/বড়লেখা/কুলাউড়া/জুড়ী, মৌলভীবাজার।
৯. জেলা তথ্য অফিসার, মৌলভীবাজার।
১০. উপজেলা .....কর্মকর্তা (সকল), রাজনগর।
১১. উপজেলা সমাজসেবা/সমবায় অফিসার, রাজনগর। বিজ্ঞপ্তিটি সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।
১২. সম্পাদক, দৈনিক.....। (এতদসঙ্গে ০১কপি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হলো। বিজ্ঞাপনটি তাঁর দৈনিক পত্রিকায় ভিতরের পাতায় সীমিত পরিসরে (Single Space) আগামী .....খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র ০১দিনের জন্য (সরকারি ছুটিরদিন ব্যতীত) প্রকাশ করার এবং বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের ০৭কার্যদিবসের মধ্যে ০৫টি পত্রিকার কপিসহ বিজ্ঞাপন বিল এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩. চেয়ারম্যান,.....(সকল) ইউপি, রাজনগর। বিজ্ঞপ্তিটি মাইক ও ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা(সকল), ইউনিয়ন ভূমি অফিস,....., রাজনগর। বিজ্ঞপ্তিটি মাইক ও ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫. জনাব/বেগম .....
১৬. নোটিশ বোর্ড, অত্রাফিস ।

১৮/০১/২০২৪

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজনগর, মৌলভীবাজার